আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২২ ডিসেম্বর, ২০১৯) বুলেটিন নং ১০৪	২২ ডিসেম্বর হতে ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৮ ডিসেম্বর হতে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৮ ডিসেম্বর	১৯ ডিসেম্বর	২০ ডিসেম্বর	২১ ডিসেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৭	২১.৮	২১.৭	২২.২	২১.৭-২৫.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.৭	১৬.০	১৪.০	১৩.৩	১৩.৩-১৬.৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৯.০-৯৭.০	৬৭.০-৯২.০	৫৮.০-৯৫.০	৬৬.০-৯৭.০	৪৯-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৩.০	১৩.০	১১.১	৯.২	৯.২৫-১২.৯৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	১	১	৪	০-৪
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২২ ডিসেম্বর হতে ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৭-২৬.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২.১-১৬.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৫.০-৮০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.১-৪.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
সবজি	বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

- আগামী পাঁচ দিন রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং স্বাভাবিক চেয়ে কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশা দেখা যেতে পারে । আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে রবি ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমন বিশেষ করে আলু ও টমেটো আগাম ধ্বসা এবং গমের ব্লাষ্ট রোগ দেখা দিতে পারে। দন্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন সর্ম্পকে সচেতন থাকতে হবে। যদি রোগের লক্ষন দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে রবি ফসলের জমিতে সকালে হালকা সেচ দেওয়া ভাল।
- গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মংস্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চালার ভেতরে রাখা, শুকনো বিছানার ব্যবস্থা করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমোটেতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে।

বোরো ধান:

- সেচ প্রদান নিশ্চিত করে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- সকাল বেলা চারার ওপর জমে থাকা শিশির সরিয়ে ফেলুন।
- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- চারায় রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মিলি এমিষ্টারটপ বা সেলটিমা ভালভাবে স্প্রে করে চারা ও মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

আলু:

- হালকা সেচ প্রদান করুন। আলুর জমিতে তিনবার সেচ প্রদান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কন্দ লাগানোর ২৫ দিন পর প্রথম, ৬০ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ প্রদান করতে হবে।
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। কুয়াশাময় আবহাওয়া দীর্ঘায়িত হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- বপনের ১৮-২০ দিন পর সেচ প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।

- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।